'উপনিষদ সমূহের মূল শিক্ষণীয় বিষয়'

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের শেষপর্ব যেমন আরণ্যক, তেমনি আরণ্যকের শেষপর্ব হল উপনিষদ। ব্রাহ্মণসাহিত্যে কর্মমীমাংসা অর্থাৎ যাগযজ্ঞ সম্বন্ধীয় আলোচনা একটি বড় স্থান অধিকার করে আছে। এছাড়াও সেখানে আছে জ্ঞান কাণ্ড বা দর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনা। উপনিষদে সংহিতাভাগের বহুমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে। সেদিক থেকে উপনিষদগুলিকে বেদের তত্ত্বার্থের ভাষ্য বলা যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যের শেষদিকে উপনিষদগুলি সংকলিত হয়; সেজন্য এর অপর নাম 'বেদান্ত'। বেদের চরম জ্ঞানকেও অনেকে 'বেদান্ত' বলে থাকেন।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে উপনিষদ শব্দটির অর্থ (উপ-নি-সদ্+ক্বিপ্) আচার্য সমীপে নিবিড়ভাবে উপবেশন। শংকরাচার্য উপনিষদ শব্দের অর্থ করেছেন - যা অবিদ্যা নাশ করে। উপনিষদেও অনেকস্থলে অবিদ্যা-গ্রন্থি-ছেদের কথা বলা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় - অবিদ্যার দূর ভাষ্য। উপনিষদের যা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তার উদ্দিষ্ট মানুষ নয়, দেবতা। প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত অনির্বাণ তাঁর 'বেদ মীমাংসা' গ্রন্থে বলেছেন - দেবতা এসে আচার্যের মধ্যে নিষণ্ণ হলে তার মধ্যে যে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তাই উপনিষদ। এই অর্থই স্বাভাবিক এবং পরম্পরাগত। আচার্যের কাছে বসে তত্ত্বশ্রবণ অর্থাৎ শ্রৌত এবং আনুষঙ্গিক মন্ত্র। যদিও উপনিষদের সংখ্যা শতাধিক, তবু প্রামাণ্য হিসাবে মোট ১১ টি উপনিষদকে ধরা হয়; কারণ আচার্য শংকর কেবল এই ১১টি উপনিষদের উপরই ভাষ্য রচনা করেছেন। এই উপনিষদগুলির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের হৃদয় অন্তঃসারে এক ঐক্যসমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

সমস্ত উপনিষদের বক্তব্য দু একটি বাক্যের মধ্যেই প্রকাশ করা যায় - বিশ্বজগৎ ব্রহ্মস্বরূপ কিন্তু ব্রহ্ম আত্মা স্বরূপ। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' - এই বাক্যগুলির মধ্যে উপনিষদের ভারতীয় চেতনা নিহিত হয়েছিল বা হয়ে আছে। উপনিষদের বক্তব্য অনুসারে ব্রহ্ম হলেন বিশ্বের স্রষ্টা; বিশ্ব এবং ব্রহ্ম তাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বের মধ্যে বিশ্বশক্তি প্রাকৃতভাবে ক্রিয়াশীল। সে শক্তিই বিশ্বের আশ্রয় এবং তা বিশ্বকে সর্বতোভাবে একত্রযুক্ত

করেছে। ব্রহ্মই সবকিছু ব্যাপ্ত করে আছেন এবং সমস্ত কিছুর অন্তরে অধিষ্ঠান করছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে - দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই তার জন্ম, স্থিতি ও লয়। কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে আত্মার সাথে ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যাত হয়েছে। বলা হয়েছে যে ব্রহ্মের অস্তিত্বমাত্রই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু উদ্ভাসিত হয় - "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতী সংবাদের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের অস্তিত্বে মনুষ্য ও দেবতাদের কর্মকারিতা এবং অনস্তিত্বে তাদের নিষ্ক্রিয়তার কথা বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে দার্শনিক ভাবনার সমারোহ। বিশ্বের আদি কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিয়ে এই উপনিষদের আরম্ভ, তারপর ব্রহ্মই যে বিশ্বের কারণ — এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং সবশেষে তার স্বরূপ ও মহিমার পরিচয়দানে উপনিষদটির সমাপ্তি ঘটেছে।

বিদ্যা ও অবিদ্যা, কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্ব অধিকাংশ উপনিষদের মৌলিক আলোচ্য বিষয়। বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করার জন্য উপনিষদে প্রথমটিকে পরাবিদ্যা এবং দ্বিতীয়টিকে অপরাবিদ্যা বলা হয়েছে। ঈশোপনিষদে এই দ্বন্দ্ব এবং তার সমন্বয় সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা হয়নি, বরং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। কর্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে, পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যে বিরোধ নেই, একথা "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" এই মন্ত্রের দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ঈশোপনিষদে আরও বলা হয়েছে — ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। জীবন হেয় নয়, নির্লিপ্তভাবে তাকে গ্রহণ করতে হবে। আত্মাই সর্বভূতকে ব্যাপ্ত করে আছেন। মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদেও এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

প্রায় অধিকাংশ উপনিষদে মৃত্যুর স্বরূপ, মৃত্যুর পর আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং কর্মানুযায়ী বিভিন্ন লোকে মানুষের গতি প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে এখানে মৃত্যুকে দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে

মৃত্যু দেহান্তর প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সমস্ত উপনিষদের সারভূত গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনা পাওয়া যায়।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

উপনিষদে আলোচিত মৃত্যুতত্ত্ব বেদান্ত দর্শনের অন্যতম বিশিষ্ট বিষয়। অজ্ঞানের জন্য জীবাত্মা পরমাত্মার কাছ থেকে বিচ্যুত হয়ে শরীর ধারণ করে সংসার মায়ায় বশীভূত হয়ে দুঃখকষ্টে কাল অতিবাহিত করে। সময় পূর্ণ হলে আবার শরীর পরিত্যাগ করে মায়ার বন্ধন কাটিয়ে তার স্বগৃহে অর্থাৎ পরমাত্মার কাছে গিয়ে তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়। মৃত্যু সম্পর্কে উপনিষদের এই মতবাদ ভারতীয় দর্শনকে এক মর্যাদাময় বিশিষ্টতা প্রদান করেছে। শ্বেতকেতু-উদ্দালক-আরুণি ও নচিকেতা প্রভৃতি উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে গভীর দার্শনিক বিষয় - যেমন জগতের উৎপত্তি, জীবের উৎপত্তি, জগৎ ও জীবের সম্পর্ক প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

এইভাবে উপনিষদে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মের স্বরূপ, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য, জগৎ ও ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় চিত্তাকর্ষক শৈলীতে আলোচিত হয়েছে। উপনিষদের দর্শন একদিকে যেমন জীবনবাদী অন্যদিকে তেমনি অধ্যাত্মবাদীও বটে। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের এই দর্শনকে সুকৌশলপূর্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। তাঁর মতে উপনিষদের দর্শন তথা বেদান্তদর্শন প্রবলভাবে জীবনবাদী এবং তা ব্যবহারিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মত অভ্রান্ত এবং সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত।

উপসংহারে বলা যায় যে, ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বই হল উপনিষদসমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয়। কঠোপনিষদে কথিত আছে - 'সর্বভূতান্তরাত্মা'। এ প্রসঙ্গে Winternitz বলেছেন "The Central thought of the Upanisads — Philosophers revolve around the two conceptions

of Brahman and Atman." উপনিষদের দর্শন দুঃখবাদী নয়, আনন্দবাদী; নৈরাশ্যবাদী নয়, আশাবাদী। তাই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক সোপেন হাওয়ার-ও উপনিষদের মধ্যেই শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে বলেছেন – "It has been the solace of my life and will be the solace of my death."

অনুরূপ প্রশ্ন – উপনিষদগুলির দার্শনিক মতবাদ।